অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?

মনীষা বিশ্বাস

সাম্প্রতিককালে কয়েকটি ধর্ষণ ও নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনায় ফেসবুক এবং মূলধারার গণমাধ্যমে তুমুল বিতর্ক চলছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে একটি ঘটনা শেষ হতে না হতেই আরেকটি ঘটনার ভিড়ে পুরানো ঘটনা চাপা পড়ে যাচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এসব ঘটনার নিষ্পত্তি হচ্ছে কোনো বিচার ছাড়াই। অন্যদিকে বিচার হবার আগেই ফেসবুকে নির্যাতনের শিকার নারী ও তার পক্ষাবলম্বনকারী এবং নির্যাতক ও তার পক্ষাবলম্বনকারীদের মধ্যে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। যে কোনো বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের এতে অস্থির হয়ে পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু স্থায়ী সমাধানের জন্য আলোচনা এবং তর্কবিতর্ক ছাড়াও দীর্ঘমেয়াদি কিছু উদ্যোগের ভাবনার সুযোগ রয়েছে।

জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ) এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর ২০১৫ সালে কৃত সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, বাংলাদেশের বিবাহিত নারীদের ৭০ শতাংশ তাদের স্বামী দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এই সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব এখনো প্রাসঙ্গিক। প্রতিদিন মূলধারার গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমে একাধিক নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা এত বেশি গা সওয়া হয়ে গিয়েছে যে এই খবরগুলো আর আলাদা করে আমাদের চোখে পড়ে না। বাংলাদেশের একটি মানবাধিকার সংগঠন, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর তথ্যমতে, ২০১৯ সালে অন্তত ২৭০ জন নারী বা মেয়েকে তাদের স্বামী অথবা স্বামীর পরিবার হত্যা করেছে। গণমাধ্যম থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, তাদের হত্যার পেছনে প্রধান কারণ ছিল যৌতুক। সাম্প্রতিককালে নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারি চলাকালীন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা আরো বেড়ে গিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ সময়ে সরকারি ও বেসরকারি হটলাইনে করা কলের ভিত্তিতে এই ধারণা করা হচ্ছে।

অথচ যদি বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রার দিকে চোখ রাখি, তবে বেশ কিছু প্রশংসনীয় উদ্যোগ ও নীতিমালা দেখতে পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের কথা ও অ্যাসিড সহিংসতা নিয়ন্ত্রণের কথা বলা যেতে পারে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ১১ নম্বর ধারা অনুযায়ী কোনো নারীকে যৌতুকের জন্য হত্যা করা হলে স্বামী এবং স্বামীর আত্মীয়দের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ অন্যান্য শাস্তির বিধান রয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে সেগুলো এখানে উল্লেখ করা হলো :

"১১। যদি কোন নারীর স্বামী অথবা স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটান বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করেন[১] [কিংবা উক্ত নারীকে মারাত্মক জখম (grievous hurt) করেন বা সাধারণ জখম (simple hurt) করেন] তাহা হইলে উক্ত স্বামী, স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা ব্যক্তি—

(ক) মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদণ্ডে বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উভয় ক্ষেত্রে উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;

২[(খ) মারাত্মক জখম (grievous hurt) করার জন্য যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে অথবা অনধিক বার বৎসর কিন্তু অন্যূন পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;

(গ) সাধারণ জখম (simple hurt) করার জন্য অনধিক তিন বৎসর কিন্তু অন্যূন এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উক্ত দণ্ডের অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন।]

নতুন মোড়কে পুরানো কথা

ধর্ষণ কিংবা নারীর প্রতি যৌন এবং মানসিক নির্যাতন একটি কাঠামোগত সহিংসতা— এটা তো জানা আছে অনেকেরই। এর কি কোনো শেষ নেই?

আদিবাসী কিংবা সংখ্যালঘু নারীর প্রতি যৌন নির্যাতন, ছেলে আর কন্যাশিশুর প্রতি যৌন নির্যাতন, প্রেমের নামে আর বিয়ের নামে কিংবা বিয়ের পরেও বিনা সম্মতিতে যৌনসম্পর্ক স্থাপন কিংবা চেষ্টা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। নারীর পোশাক, ধর্ম, বয়স, পেশা, বৈবাহিক অবস্থা, চালচলন এসব অজুহাত মাত্র।

নির্যাতনকারীরা যতদিন জানবে তার বিচার হবে না, বিচার হলেও তার জামিন মিলে যাবে প্রমাণের অভাবে, যতদিন নির্যাতনকারীর বদলে নির্যাতিতের দায় থাকবে প্রমাণ করার, যতদিন নির্যাতনকারীর সামাজিক লজ্জার কোনো ভয় নেই বরং লজ্জাটা নির্যাতিত নারী আর তার পরিবারের জন্য বরাদ্দ থাকবে— ততদিন এর শেষ হবে না।

যতদিন এটা পৌরুষের প্রকাশ, ক্ষমতার প্রকাশ, শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ, দলগত পুরুষতান্ত্রিক বিনোদনের উপাদান... ততদিন ধর্ষণ আর যৌন সহিংসতা থাকবে।

---

[১] সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, উটপাখি

যতদিন আমাদের সিনেমা, নাটক, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, গানে সব পৌরুষের প্রকাশ থাকবে কোমল নারীর সমর্পণ কিংবা দুর্বিনীত নারীকে বশীকরণে আর নরনারীর প্রেমের প্রকাশ সীমাবদ্ধ থাকবে কিছু যৌন হয়রানি জাতীয় কর্মকাণ্ডে, ততদিন ধর্ষণ আর যৌন সহিংসতার বদলে ভিন্নরকম সুস্থ প্রেমের চিত্রকল্প, ন্যারেটিভ, এমনকি ফ্যান্টাসি তৈরি হবার সুযোগ কই?

সমাজ ও পরিবার যতদিন যৌন হয়রানি জাতীয় কর্মকাণ্ডে বখাটে বা নায়ক ছেলেটির পরিবারকে কিছু বলার পরিবর্তে আক্রান্ত মেয়ের চালচলন ঠিক করতে বলবে কিংবা স্কুল, কলেজ ছাড়িয়ে এনে বিয়ে দিয়ে ঝামেলা মেটাতে চাইবে, ততদিন ধর্ষণ, অ্যাসিড সন্ত্রাস, যৌন সহিংসতা আর মানসিক নির্যাতন অব্যাহত থাকবে।

যতদিন পুরুষেরা নিজেদের নারী মানে মা, বোন, কন্যা বাদ দিয়ে অন্য নারীদের ভিড়ের সুযোগে বাসে, ওভারব্রিজে, দোকানে, ট্রেনে, লঞ্চে... ফাঁকেতালে একটু বুকে, কোমরে, পাছায় হাত, আঙুল, কনুই এমনকি নিজের উত্থিত লিঙ্গ দিয়ে গুঁতিয়ে কিংবা তা না পারলে চোখ দিয়ে চেটে মজা নেবে, ততদিন ধর্ষণ হবে।

যতদিন স্ত্রীর প্রতি গালিগালাজ আর মারের ঘটনা স্বাভাবিক থাকবে, এমন স্বামীত্ব ফলানোর আচরণ বদলের পরিবর্তে চুপচাপ স্ত্রীকে আরো লক্ষ্মী বউ আর ভালো মা হয়ে ওঠার নসিহত দেওয়া হবে, ততদিন নারীর প্রতি সহিংসতা কমবে না।

যতদিন আমাদের গালি কিংবা কৌতুকে নিছক বিনোদন হিসেবে ধর্ষণ, যৌন সহিংসতা আর যৌনাঙ্গসংক্রান্ত তথাকথিত নির্দোষ শব্দগুচ্ছ বারবার আসবে গণমানুষের ভাষার প্রকরণ হিসেবে, ততদিন আমাদের ধর্ষণ, যৌন সহিংসতা বিষয়ক প্রকাশ প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকবে।

যতদিন আমাদের সামাজিক মনস্তত্ত্ব বদলানো না যাবে, ততদিন ধর্ষণ, যৌন সহিংসতা আর বিচারহীনতার ধারাবাহিকতা চলবে।

পুনঃপ্রস্তাবনা

আমাদের সামাজিক মনস্তত্ত্ব বদলানো কঠিন কিন্তু সম্ভব। সময় লাগলেও সেটা করতে হবে। কিন্তু কীভাবে করা যাবে সে পথটাই আমরা কেউ খুঁজে বের করতে পারছি না।

যেসব সংগঠন নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মাঠ পর্যায়ে কিংবা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে কাজ করছে, তাদের অনুভূতি, ভাবনা এবং লক্ষ্যের প্রতি সাবেক উন্নয়ন অধিকারকর্মী হিসেবে আমার পূর্ণ সহমর্মিতা রয়েছে। কিন্তু গবেষকের মন নিয়ে মূলধারার গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমের দিকে চোখ রাখতে গিয়ে মনে হয়েছে, আমাদের সমাজ পরিবর্তনের ধারা এত দ্রুতগতিতে চলছে যে, তার সাথে নারী অধিকার ও উন্নয়ন কাজের ধরন মিলছে না। দুইয়ের সমন্বয়

ঘটিয়ে এতদিনের কাজের ধারা বদলানো কঠিন। কিন্তু এ নিয়ে ভাবনার সুযোগ রয়েছে, প্রয়োজন রয়েছে নাগরিক পর্যায়ে আলোচনা ও পরামর্শ করার।

আলোচনার সুবিধার্থে এখানে কিছু প্রস্তাবনা তুলে ধরা হলো। যেহেতু কোনো না কোনোভাবে এসব কথা ঘুরেফিরে এসেছে, তাই এগুলোকে 'পুনঃপ্রস্তাবনা' বলা যেতে পারে–

১) এতদিন প্রধানত নারীর সাথে নারী অধিকার নিয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণ হয়েছে, অথচ পুরুষের সাথে যুক্ততার তেমন চেষ্টা করা হয় নি। সময় এসেছে পুরুষদের মধ্যে রোল মডেল কেমন হতে পারে সে বিষয়ক আলোচনা ও উদ্যোগ নেবার।

২) আমাদের নারী উন্নয়নের বেশিরভাগ উদ্যোগ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। দেখা যাচ্ছে, নানা বয়সী নারী ও মেয়েশিশু নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে আর অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের সাথে তাদের পক্ষে সহযোগী নারী আরেক নারীর প্রতি সহিংস আচরণে যুক্ত হচ্ছে। এখন নারী উন্নয়ন ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য পরিবারের সকল সদস্যকে যুক্ত করে উদ্যোগ নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।

৩) নির্যাতনের শিকার নারী ও তার পরিবার বেশিরভাগ সময় সামাজিক লজ্জার ভয়ে নির্যাতনের ঘটনা গোপন করে থাকে। নির্যাতনের চরম পর্যায়ে যদি আইনের আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টাও করা হয়, সেক্ষেত্রে বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতা, খরচ, বিচার কাঠামো থেকে পর্যাপ্ত সহযোগিতার অভাব, সামাজিক অসম্মান ইত্যাদি নানা কারণে নির্যাতক পার পেয়ে যায়। অন্যদিকে আইনজীবী ও বিচারকগণ প্রয়োজনীয় তথ্য এবং কাঠামোগত জটিলতার কারণে তাদের কাঙ্ক্ষিত দায়িত্ব পালনে বাধাগ্রস্ত হন। সাধারণ মানুষের জন্য আইনের সহজ ব্যাখ্যা, আইনি ব্যবস্থা ও বিচার কাঠামোর উপর আস্থা তৈরি করার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। বিশেষত, নির্যাতনের শিকার নারীর জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা, নির্যাতিত নারী ও তার পরিবারের জন্য সহজে আইনি সেবা পাবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা থাকা জরুরি।

৪) নানা কারণে আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্যবোধ, আদর্শ ও নৈতিকতার কাঠামো নাজুক পরিস্থিতিতে রয়েছে। শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্য দিয়ে আমাদের নারী-পুরুষের একসাথে পড়াশোনা, খেলাধুলা, চলাফেরার পরিবেশ তৈরি করার কথা ভাবতে হবে। প্রজননস্বাস্থ্য, পিরিয়ড, নিরাপদ যৌনতা, যৌন সহিংসতা প্রতিরোধের কৌশল বিষয়ে ছেলেমেয়ে উভয়কেই সঠিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ শেখানো পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

৫) আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক মানসিকতা এবং ধ্যান ধারণায় বদল আনা জরুরি। নির্যাতনের শিকার নারীরা কোনো নির্যাতক পুরুষের আচরণের জন্য দায়ী নয়।

অথচ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নির্যাতনের শিকার নারীকে তার আচরণ, পোশাক, চলাফেরা ইত্যাদি নানা অজুহাতে দায়ী করা হয়, হেনস্থা করা হয়।

ক) বেশিরভাগ নারী তার পূর্বপরিচিত কেউ, যেমন আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী, সহকর্মী, পার্টনার কিংবা স্বামীর দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়। নিজের বাড়ি, আত্মীয় বাড়ি, কর্মক্ষেত্র বা অন্য জায়গায় যেখানে তাদের নিরাপদে থাকার কথা ছিল, এমন সব জায়গায় নারীরা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। তারা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে এমন মানুষদের দ্বারা, যাদের কাছে তাদের নিরাপদে থাকার কথা ছিল। কাজেই অপরিচিতদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হওয়ার ঝুঁকি দেখিয়ে নারীদের চলাচলে নিষেধাজ্ঞা বা তাদের জীবনে অযাচিত বিধি-নিষেধ আরোপ করার যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।

খ) সামাজিক রীতি, প্রবাদ, সাহিত্য, ধর্মীয় ব্যাখ্যা, আড্ডায় কিছু ভুল ধারণার প্রশ্রয় দেওয়া হয়– বলা ভালো, রীতিমতো চর্চা করা হয়; যেমন, বলা হয়ে থাকে কোনো পুরুষ একবার যৌন উত্তেজনায় তাড়িত হলে সে যৌনসঙ্গম না করে থাকতে পারে না। অথচ পুরুষরাও যৌন উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, নারীদের মতো তাদের যৌন অনুভূতিও প্রধানত মনস্তাত্ত্বিক। যৌনসন্তুষ্টি পেতে কাউকে ধর্ষণ করার প্রয়োজন নেই। নারী-পুরুষ দুজনের সম্মতি ও অংশগ্রহণে, কাউকে আঘাত না করেও যৌনসন্তুষ্টি অর্জন সহজেই সম্ভব। যৌনক্রিয়ার ক্ষেত্রে সবসময় অবশ্যই সঙ্গীর সম্মতি প্রয়োজন। যৌনক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিবাহিত স্ত্রী, সঙ্গী বা যে কারো যে কোনো সময় 'না' বলার অধিকার আছে। যে কোনো সম্পর্কে থাকা অবস্থায়ও ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতন অপরাধ। নির্যাতকের কোনো নারীকে নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছা থেকেই মূলত ধর্ষণ ও নারীর প্রতি সহিংসতার কর্মকাণ্ডগুলো ঘটে থাকে।

উপসংহার

প্রত্যাশা করি, আমাদের ঘরে ঘরে সব লক্ষ্মী মেয়েরা প্রয়োজনে দুর্গা কিংবা কালীর মতো ভীষণ রূপ ধারণ করার শক্তি পাবে। তারা বুঝে নিক, কেউ কারো হয়ে লড়াই লড়ে দিতে আসে না আর নিজের পথ নিজেকেই তৈরি করে নিতে হয়। তাই দেশের সব মেয়ে মন খুলে হাসুক, প্রাণভরে নিজের মতো করে প্রতিটি দিন বাঁচুক আর সবকিছুর পরেও একাই সামনে এগিয়ে যাক। সবকিছু তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বেঁচে থাকার যাত্রাটাই হোক মেয়েদের প্রতিবাদের ভাষা। *[লেখকের নিজস্ব বক্তব্য]*

মনীষা বিশ্বাস পিএইচডি গবেষক ও টিচিং অ্যাসোসিয়েট, ফ্যাকাল্টি অব আইটি, মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়, মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া।
Monisha.Biswas@monash.edu

তথ্যসূত্র

- "I sleep in my own deathbed" (October, 2020). Human Rights Watch Report https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/10/bangladesh1020_web.pdf
- বাংলা সারাংশ ও সুপারিশ https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/10/1020Bangladesh_SumRecs_Bangla.pdf
- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-835/section-32526.html